بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা ঈদ উল আযহা ২০২৩

কুরবানীর চেতনার পিছনে আসল জিনিসটি হল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও তাকওয়া, যা আমাদের সকল কুরবানীতে কাজে লাগবে

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৯ জুন, ২০২৩ ইং তারিখে ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা ঈদ উল আযহার সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্‌দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

لَنۡ یَّنَالَ اللّٰہَ لُحُوۡمُہَا وَلَا دِمَآؤُہَا وَلٰکِنۡ یَّنَالُہُ التَّقۡوٰی مِنۡکُمۡ کَذٰلِکَ سَخَّرَہَا لَکُمۡ لِتُکَبِّرُوا اللّٰہَ عَلٰی مَا ہَدٰىکُمۡ وَبَشِّرِ الۡمُحۡسِنِیۡنَ

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা আল্ হাজ্জ এর ৩৮ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং এর অনুবাদ ব্যাখ্যা করে বলেন,

'তাদের মাংস ও তাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছয় না, বরং তার নিকট তোমাদের পক্ষ হতে তাক্‌ওয়া পৌঁছয়। এভাবে তিনি তাদেরকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন, এবং তুমি সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।'

আজ 'ঈদ উল আযহা,' একে কুরবানীর ঈদও বলা হয়। আহ্‌মদীদের আল্লাহ্‌র রহমতে আর্থিক কুরবানী করার অভ্যাস আছে, কিন্তু এই যুগে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার যে চেতনা আহ্‌মদীদের মাঝে পাওয়া যায় তা অন্যদের মধ্যে নেই বললেই চলে। তাই ভেড়া, ছাগল, গরু ইত্যাদির পেছনে আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহ্ মোতাবেক ব্যয় করা আহ্‌মদীদের জন্য এমন আনন্দের বিষয় যার অনুমান করা কঠিন। অপরদিকে যারা এই ত্যাগ স্বীকার করতে পারে না তাদের মানসিক অবস্থার মূল্যায়ন করাও সম্ভব নয়। কিন্তু যাই হোক আহ্‌মদীদের এই দিনে তাদের আবেগ অনুভূতি ত্যাগ করতে হবে। আর আবেগের বলিদান কোনো তুচ্ছ বিষয় নয়।

আপনার অনুভূতিগুলিকে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়ার মাধ্যমে চালিত করার চেষ্টা করুন, দোয়ার মধ্যে অনেক শক্তি রয়েছে। হযরত হাজেরা (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.)-এর দোয়া, বিলাপ, উদ্বেগ এবং

মহান আল্লাহ্‌র ওপর তাদের অন্তহীন ভরসাই ছিল, যা পানির ঝর্ণাকে প্রবাহিত করেছিল এবং একটি জনপদ সৃষ্টি করে তুলেছিল, আর এমন একটি শহর স্থাপন করেছিল যা ইসলামের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। তাই ঈদ উল আযহা থেকে আমরা যেন এই শিক্ষা না নিই যে, শুধু পশু কুরবানী করাই যথেষ্ট। বরং কুরবানীর চেতনার পিছনে মূল বিষয় হল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষা ও তাকওয়া যা আমাদের সকল কুরবানীতে সহায়ক হবে।

হযরত ইব্রাহিম (আ.) যখন স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইসমাইল (আ.)-কে বললেন, 'আমি তোমাকে স্বপ্নে জবাই করতে দেখেছি, এ বিষয়ে তোমার মতামত কী বল,' তখন এই পুত্র যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চেয়েছিল, উত্তরে বলে, 'হে আমার পিতা! আপনি আপনার আদেশ পালন করুন।' এই বলে সে আল্লাহ্‌র আদেশের সামনে মাথা নত করে দেয় এবং নিজের ঘাড় পিতার ছুরির নীচে রাখে। আল্লাহ্ পিতা ও পুত্রের এই আত্মত্যাগের চেতনার প্রশংসা করেন এবং পিতাকে পুত্রের ঘাড়ে ছুরি চালানো থেকে বিরত রাখেন এবং তার পরিবর্তে একটি পশু কুরবানীর আদেশ দেন। তাই এই আবেগ এবং মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের এই ব্যবহারিক প্রদর্শন, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করেছেন এবং একে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাছাড়া এই মানব জীবনের বিনিময়ে পশু কুরবানী শুধুমাত্র বাহ্যিকতা প্রকাশের জন্য রাখা হয়নি, বরং, যখন মুসলমানদেরকে হজ্জের সময় বা এমনকি ঈদেও কুরবানী করার নির্দেশ প্রদান করেছেন, তখন এটাও বিশদে বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাকওয়া অবলম্বন করলেই এই কুরবানীগুলো গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করে।

অতএব, আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি সেখানে খোদাতা'লা তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এই কুরবানীর অন্তর্নিহিত দর্শন ও মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে এই আয়াতের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ **"ইসলামের শরীয়তে খোদাতা'লা অনেক প্রয়োজনীয় আদেশের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তাই মানুষকে তার সমস্ত শক্তি ও সমস্ত সত্তা দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পথে আত্মাহুতি দিতে আদেশ করা হয়েছে। অতএব বাহ্যিক কুরবানীকে এই ক্ষেত্রে একটি আদর্শ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, তবে মূল উদ্দেশ্য হল এই কুরবানীর যেমনটা আল্লাহ্ রাব্বুল আলমীন বলেছেন- তোমাদের কুরবানীর গোশত আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছয় না, রক্তও তাঁর কাছে পৌঁছয় না, বরং তোমাদের তাকওয়া তাঁর কাছে পৌঁছয়। অর্থাৎ তাঁকে এতটাই ভয় কর যেন তাঁর পথেই মৃত্যুবরণ কর। এবং যেভাবে নিজের হাতে কুরবানী কর, তেমনি তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যু বরণ কর। যখন একজনের তাকওয়া এই স্তরের চেয়ে কম হয়, তখন তা ত্রুটিপূর্ণ।"**

সুতরাং এটিই তাকওয়া এবং এই চিন্তভাবনা একজন প্রকৃত ত্যাগকারীর হওয়া উচিত। অন্যথায় বাহ্যিক কুরবানী কিছুই নয়। দোয়া করতে থাকুন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ঈদের কুরবানীরও তাওফীক দান করুন এবং আমাদের মধ্যে সেই তাকওয়া জাগিয়ে তুলুন যা হল প্রকৃত তাকওয়া, যা মহান আল্লাহ্ আমাদের কাছ থেকে চান, এবং যা করার জন্য মহানবী (সা.) আমাদের উপদেশ প্রদান করেছেন, এবং যা মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ ক্ষমতা ও প্রশিক্ষণের ফলে সাহাবায়ে কেরাম অর্জন করেছিলেন, এবং এটিকে তাদের জীবনের একটি অংশ করে তুলেছিলেন, যার উদাহরণগুলি আমাদের জন্য আজ দৃষ্টান্তস্বরূপ, এবং তারপর এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে খোদাতা'লা এটিকে নবায়ন করেছেন, এবং বারবার আমাদেরকে তাকওয়ার পথে চলার উপদেশ প্রদান করেছেন।

একজন মানুষ প্রকৃত অর্থে কখন মহানবী (সা.) এর দ্বীন ইসলামকে বুঝতে পারে, এর বিস্তারিত বর্ণনায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

খোদা শুদ্ধ না করলে কেউ পরিশুদ্ধ হতে পারে না। যখন কারর আত্মা লাঞ্ছনা ও অসহায়ত্বের কারণে আল্লাহ্‌র দরবারে পতিত হবে, তখনই আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া কবুল করবেন এবং সে মুত্তাকি হয়ে যাবে এবং সে সময় সে মহানবী (সা.)-এর দ্বীন বুঝতে সক্ষম হবে। তা ছাড়া যেটাকে সে ধর্ম বলছে কিংবা ইবাদত ইত্যাদি করে চলেছে সেগুলি নিছক আনুষ্ঠানিক বিষয়াদি ও চিন্তভাবনা মাত্র যা সে তার পিতৃপুরুষদের অনুকরণে

পালন করে আসছে। অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব থেকে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আত্মার সমর্পনই হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত ইসমাইল (আ.) এবং হযরত হাজেরা (আ.)-কে গ্রহনীয়তার মর্যাদা দান করেছিল যে আজও আমরা তাদের গৃহীত সেই দোয়াগুলির ফল ভোগ করছি। এটি সেই মহান দোয়া ছিল যার ফলে তাঁর প্রজন্মে সেই মহান ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়, যার সাথে সংযোগ স্থাপনে এবং যাকে অনুসরণের মাধ্যমে সর্বশক্তিমান খোদার সাথে সাক্ষাৎলাভ হয় এবং দোয়া কবুল হয়ে থাকে। আমরা যদি প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনে থাকি, তাহলে আমাদের কাজ হলো তাকওয়া অবলম্বন করে মহানবী (সা.)-এর দ্বীন সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা এবং তারপর দেখা যে, মহান আল্লাহ্ কীভাবে আমাদের দোয়া শোনেন।

অতঃপর ত্যাগের দর্শন এবং তাকওয়ার বাস্তবতা ব্যাখ্যা করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: "ধার্মিক লোকেরা তাদের আত্মা এবং আধ্যাত্মিকতার দ্বারা সর্বশক্তিমান খোদার কাছে উত্থিত হয়, এমন নয় যে তাদের মাংস এবং হাড় সর্বশক্তিমান খোদার কাছে পৌঁছয়। তাই আবার এই উপদেশ দিচ্ছি যে আপনার কর্মের প্রতি নজর রাখুন। নেক আমল হল সেই পুঁজি যা মানুষের কুরবানী কবুলের উৎস হয়ে দাঁড়ায় এবং নেক আমল হল সেই কাজ যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হক আদায় করা হয় এবং বান্দার হকও আদায় করা হয়।"

"প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃতির নিয়ম এই রকম যে, এই সবই, (অর্থাৎ তাকওয়ার উপলব্ধি এবং তার ফল) পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের পরে লাভ হয়। ভয় এবং ভালবাসা এবং প্রশংসা ও আনুগত্যের মূল হল নিখুঁত ঐশী জ্ঞান। সুতরাং যাকে পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তাকে পরিপূর্ণ ভয় ও ভালবাসাও দেওয়া হয়েছিল এবং যাকে পরিপূর্ণ ভয় ও ভালবাসা দেওয়া হয়েছিল, সে অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা পেয়েছে। কতই না সৌভাগ্যবান সে যে আল্লাহ্ তা'লার জ্ঞান লাভ করেছে এবং কিভাবে জানবে যে এ সূক্ষ ঐশী জ্ঞান লাভ হয়েছে এবং মানুষের অন্তরে খোদার প্রতি ভয় ও ভালোবাসা জন্ম নিয়েছে? সুতরাং এটা পরিমাপের মাপকাঠি হল সে যেন প্রতিটা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকে। যদি কখনো মানবীয় দূর্বলতার দরুন দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে তাকে অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়া উচিত। একজন মুমিন কখনো সাহসিকতার বশবর্তী হয়ে কোনো ভুল করে না, বরং সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ্‌র ভালোবাসা তার ওপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এটাই প্রকৃত ঈমান। সর্বক্ষণ সে নিশ্চিত যে সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে দেখছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমার অন্তরের অবস্থাও জানেন এবং আমি এমন কোন কাজ করব না যা আল্লাহ্ অপছন্দ করেন। তিনি (আ.) বলেছেন, "যখন এই অবস্থা বিদ্যমান থাকে, তখন এটাই প্রকৃত ইসলাম যা একজন মুমিনের অনুসরণ করা উচিত এবং এটিই ইসলামের শর্ত যার প্রভাবে একজন ব্যক্তি নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়, যে কোনো ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনই লক্ষ্য হয়ে থাকে। প্রতিটি কথা ও কাজ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে খুশি করার জন্য হয়ে থাকে। যখন এই অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন এটা সত্যিকারের ইসমাইলি ত্যাগের নমুনা। তাই এই ঈদ আমাদের নিখুঁত ভালোবাসা ও নিখুঁত স্নেহের শিক্ষা দিতে আসে। শুধু পশু কুরবানী এবং তাদের মাংস খাওয়া ঈদ নয়। আজ আমরা যদি তত্ত্বজ্ঞানের এই সূক্ষ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি তবে আমরা দোয়া কবুল হওয়ার মহান লক্ষণগুলিও দেখতে পাব, আবার আসন্ন বিজয়ের দৃশ্যাবলীও আমরা আমাদের জীবদ্দশায় প্রত্যক্ষ করব।

বিশুদ্ধ তাকওয়া বিকাশের সাথে সাথে ঈদ উল আযহায় বাহ্যিক কুরবানীও স্বচ্ছল ব্যক্তিদের করতে থাকা উচিত। এসব বাহ্যিক কুরবানীও সুন্নত। ইব্রাহিমী আদর্শ বিশেষভাবে ইসলাম দ্বারা জারি করা হয়েছে এবং মহানবী (সা.) সর্বদা এই কুরবানী করতেন, বরং তিনি (সা.) তাঁর উম্মাহর দরিদ্র লোকদের পক্ষেও এই কুরবানী করে এসেছেন। তাই এই বাহ্যিক কুরবানী বান্দাদের হক আদায়েরও একটি মাধ্যম এবং এটি মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসাও বৃদ্ধি করে। কারণ এক্ষেত্রে মানুষ খোদার ভালোবাসা অর্জনের জন্য তাঁর সৃষ্টির সেবা করে যাচ্ছে। সুতরাং বাহ্যিক কুরবানী ও বাহ্যিক কর্মের এই হল অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ও রহস্য, কারণ দেহের বাহ্যিক গতিবিধি ও কর্মের প্রভাব আত্মার উপরও পড়ে।

যেখানে সামর্থবানেরা কুরবানীর ঈদে লাখ লাখ টাকা খরচ করে থাকে, সেখানে গরীবদের জন্যেও তাদের অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করার এবং তাদের চাহিদা পূরণ করা উচিত। খোদাতা'লা আমাদের মধ্যে তাকওয়া সঞ্চার করে আমাদের পরিস্থিতিকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করার ক্ষমতা দান করুন। আমরা যেন আন্তরিকভাবে তাঁর হয়ে যাই। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত আমাদের জন্য বিরোধীদের থেকে মুক্তির উপায় তৈরি করুন এবং আমাদের ত্যাগ স্বীকার করুন। যারা কোনো কারণে সফলতা পাননি, আল্লাহ্ তাদের নিয়তের প্রতিদান দিন। মুসলমানদের প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করুন যাতে তারা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা অনুধাবন করতে পারে এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদীর প্রতি আনুগত্য স্থাপন করতে পারে।

বন্দিদের কুরবানী আল্লাহ্ কবুল করুন যারা শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কারাবাসের কষ্ট সহ্য করছে, দ্রুত তাদের মুক্তির উপায় দান করুন। শহীদদের পরিবারগুলিকে রক্ষা করুন। খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার সুযোগ দান করুন। এছাড়াও বিশ্বের নৈরাজ্য ও অশান্তি ও যুদ্ধের অবসানের জন্য দোয়া করুন। বিশেষ করে পাকিস্তানের আহ্মদীদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তাদের আর্থিক, আধ্যাত্মিক এবং মানসিক ত্যাগ স্বীকার করুন। বুরকিনা ফাসো, বাংলাদেশ, আলজেরিয়া এবং সারা বিশ্বের আহ্মদীদের জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্ যেন তাদের সকলকে তাঁর করুণা ও রহমত দিয়ে আবৃত করেন, এবং সমস্ত আহ্মদীদের উচিত বিশ্বে হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পতাকা সমুন্নত করার এবং তাওহীদ প্রচারের অঙ্গীকার পূর্ণ করার পাশাপাশি প্রতিটি ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এই তৌফিক দান করুন।

(খুতবা সানিয়া ও দোয়ার পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনাদের সবাইকে এবং বিশ্বের সকল আহমদীকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল। সবাইকে ঈদ মোবারক। আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহ)

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবা ঈদ উল আযহা ২০২৩'র অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Eid ul Adha
Huzoor Anwar(at)
29 June 2023
Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in